দৈনিক সংবাদ

080

তারিখ 28 JUL 1987

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঈদের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার চিন্তাভাবনা চলছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ঈদের পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। শিক্ষার পরিবেশ আর যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ একমত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার সকালে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রাধ্যক্ষ, ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, প্রক্টর, আবাসিক ও সিনিয়র শিক্ষকদের এক সভায় ওই সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সভায় দৃঢ়তার সাথে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, অস্ত্র এবং শিক্ষাকে আর পাশাপাশি চলতে দেয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো তদন্ত কমিটি অস্ত্রধারী ছাত্রদের চিহ্নিত করার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই তাদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সভায় নীতিগতভাবে একমত পোষণ করা হয়। হলগুলোতে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধ করার লক্ষ্যে সভায় বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সময় হল গেটে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হবে। পরবর্তীতেও তারা যাতে হলে ঢুকতে না পারে সেদিকে হল প্রাধ্যক্ষবৃন্দ লক্ষ্য রাখবেন। এরপরও হলে বহিরাগতদের দেখা গেলে তাদেরকে বের করে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে, উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার আগেই সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে।

সভাপতির ভাষণে উপাচার্য সভায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে ছাত্র শিক্ষক-কর্মচারী নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের ঐকমত্য ও অঙ্গীকারের। এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছার জন্য উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসতে তিনি সরকার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন জানান।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস আজ নতুন নয়, কিন্তু কখনোই সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। কারণ সন্ত্রাস দমনের উপযোগী কোন সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। দেশের আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

আলোচনায় শিক্ষকদের মধ্যে আহসানুল হক, অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ম, আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক মহববত আলী, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া ডঃ শাজাহান তপন, ডঃ বি,কে, জাহাঙ্গীর, ডঃ হারুন-অর-রশীদ প্রমুখ অংশ নেন।